নারীর ক্ষমতায়ন ও বাবাসাহেব

পাঁচথুপি হরিপদ গৌরিবালা কলেজ
দর্শন বিভাগ
অধ্যাপক হরপ্রসাদ দে

প্রথাগত ধারণা অনুসারে নারী হল পুরুষের উপর নির্ভরশীল, কেননা পুরুষ অপেক্ষা নারী কম শক্তিশালী, কম বিচারশীল, কম সৃজনশীল ইত্যাদি। পাশ্চাত্যের প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে এমন বিভেদের উল্লেখ করা হয়। "নারী না করে পুরুষ করেছেন "- এই হেতু দর্শিয়ে প্লেটো দেবতাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন। "নারী কতকগুলি সদগুন থেকে বঞ্চিত "- অ্যারিস্টটল এই ভাবে নারী সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। নারী সম্পর্কে প্রাচ্যের অভিমত ও ভিন্ন নয় ।মনু-সংহিতায় নারীর সমগ্র জীবন কেই পরাধীন অর্থাৎ পুরুষদের অধীন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে- বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।"নারী, বৈশ্য এবং শূদ্রগন পাপ যোনিতে জন্ম "(গীতা ৯/৩২) অথবা " চোল গাওয়ার পশু শূদ্র নারী ,ইয়ে সারে তদন কী অধিকারী (রামচরিতমানস-তুলসীদাস)। এছাড়া প্রাচীন কট্টর পন্থিদের মুখে সচরাচর যে কথা টি শুনতে পাওয়া যায় তা হলো -'মেয়েদের স্থান রান্নাঘর, শয়নঘর ও আঁতুড়ঘর '। এর বাইরে সমাজের আর অন্য কোন স্থানে যাওয়া বা অন্য কোন কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার মেয়েদের নেই।

ভারতীয় নারীদের উপর এমন অনুশাসনের পারম্পরিক বোঝা নিশ্চিতভাবেই নারীকে সম্মানিত করেনি বরং নারীর আত্ম মর্যাদা, আত্ম পরিচয় ও ব্যক্তিত্বকে শাসক ও পুরোহিততান্ত্রিক কুসংস্কারের বেড়াজালে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'- এমন অপ্রাসঙ্গিক চাতুরি মার্কা কথার আবেগে নারীকে মোহগ্রস্ত করে রাখা হয়েছিল। তাদের মনের মধ্যে সুনিপুণ কৌশলে তা ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে ভুলতে বসেছিল সে একজন নারী, সার্বিক মানবাধিকারের সে ও অর্ধেক দাবিদার, সৃষ্টির আধার এবং মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে সহযোদ্ধা,রূপকার।

বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ন্যায় ড: ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ও নারীর জাগরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপনের আবশ্যিক শর্ত যে সামাজিক গণতন্ত্র, আর সেই সামাজিক গণতন্ত্র যে জাতি ও বর্ণের পাশাপাশি নারী ও পুরুষের অবস্থানগত সাম্য ও দাবী করে সেই কথাটি আম্বেদকর শুধু মুখেই প্রচার করেন নি ,সারাজীবন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন নিজের চিন্তা কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে। দুঃখের বিষয় এই যে ,আধুনিক মানবীচর্চার পরিসরে আম্বেদকরের সারা জীবনব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াস আজও যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। আমরা তাঁকে কেবল দলিত মুক্তির পরিসরেই আটকে রেখে মূল্যায়ন করতে চাই। অথচ যে সময় কালে মেয়ে দের প্রসঙ্গ টি নিয়ে কোনও আলোচনাই করার কথা কেউ তেমন ভাবতো না ,সেই সময় আম্বেদকর চালু করলেন "মূক নায়ক" (1920)নামক পত্রিকা টি যার মূখ্য উপজীব্য ছিল নারী সংক্রান্ত আলোচনা। অথচ ব্যাপক অর্থে ধরলে নারীও তো দলিত - কী উচ্চ, কী নিম্ন বর্ণে ।শিক্ষা, সমাজ ,রাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতির পক্ষে ছিল তাঁর সাওয়াল। সেই স্বপ্ন সফল করতে ভারতীয় সংবিধানের রূপকার আম্বেদকর হিন্দু কোড বিল এর খসড়া প্রস্তাবে যতটা সম্ভব পেশ করলেন নারীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকারের দাবি।প্রসঙ্গত ১৯৪৬ এর ১লা আগস্ট প্রথম এই বিলের খসড়া পার্লামেন্ট এ পেশ করেন, যদিও তা গৃহীত হয় নি ।স্বাধীনতার পর পর আইনমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৪৭ এর ১১ ই এপ্রিল আবার তিনি এই বিল পেশ করলেন সংবিধান পর্ষদে ।এই বিলের বিপক্ষে দাড়িয়েছিল বহু মানুষ, এমন কি তত্কালীন রাষ্ট্রপতি স্যার রাজেন্দ্র প্রসাদ ও ।অথচ এই বিলে প্রকাশিত চিন্তা যে কিছুটা হলেও বাস্তব তার পরিচয় আমরা পাই ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ বিল টি সহজ ভাবে গৃহীত হওয়ার ঘটনা থেকে। তবে অবশ্যই অনেকটা লঘুকরণের মাধ্যমে চারটি আলাদা আইনে বিভক্ত হয়ে। পরবর্তিকালের নারীর অধিকার সংক্রান্ত যে যে আইন গুলির পথ বাবাসাহেব দেখিয়ে গিয়েছিলেন তা হলো -

1)সতীদাহ বিরোধী আইন (১৯৮৭)
2)পণপ্রথা বিরোধ আইন (১৯৬১)
3) পারিবারিক বিচারালয় সংক্রান্ত আইন (১৯৮৪)
4)মানবাধিকার রক্ষা আইন (১৯৯৩)
5)মাতৃত্ব কালীন সুবিধা সংক্রান্ত আইন (১৯৬১)
6)অবৈধ পাচার নিরোধক আইন (১৯৫৬)
7)সম পারিশ্রমিকের অধিকার আইন (১৯৭৬)

8)শিশু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (২০০৬)
9)জাতীয় মহিলা কমিশন সংক্রান্ত আইন (১৯৯০)
১০)মহিলাদের পারিবারিক হিংসা থেকে রক্ষা সংক্রান্ত আইন (২০০৫) ইত্যাদি।

এখন আমরা দেখবো হিন্দু কোড বিল এর প্রাথমিক খসড়া-

1) অনুচ্ছেদ ১৪রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও সুযোগ
2) অনুচ্ছেদ ১৫ লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য রোধ।
3) অনুচ্ছেদ ১৫(৩) নারীর স্বার্থের পক্ষে ইতিবাচক কিছু অধিকারের পার্থক্য।
4) অনুচ্ছেদ ৩৯ জীবিকার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ, সম মজুরি।
5) অনুচ্ছেদ ৪২ কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশ এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি।
6) ৫১(A)(C)নারীর মর্যাদা রক্ষার মৌলিক কর্তব্যসূচী।
7) অনুচ্ছেদ ৪৬ জনসমাজের দুর্বলতার অংশকে সামাজিক অন্যায় ও সমস্ত রকম শোষণ থেকে রক্ষা ও সেই উদ্দেশ্যে তাদের অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি।
8) অনুচ্ছেদ ৪৭ মানুষের পুষ্টি ও জীবনের মান উন্নয়ন ও জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি।
9) ২৪৩D(৩)২৪৩T(৩)২৪৩R(৪) পঞ্চায়েত এ নারীদের আসন সংরক্ষণ।

একমাত্র এক্তিয়ার পতি পত্নীক পরিবারকেই এই বিলে আইনত সিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, এরই পাশাপাশি সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার ও তার ইচ্ছামত দত্তক সন্তান গ্রহণ করার অধিকার ও প্রতিষ্ঠিত হল মনু শাসিত হিন্দু সমাজে স্বীকৃত ছিল না।

এই হিন্দু কোড বিল পরবর্তী কালে চারটে পৃথক বিলে বিভক্ত হয়েছিল। যথ-

- হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট (1955)
- হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (1956)
- হিন্দু সংখ্যা লঘু ও অভিভাবকত্ব আইন (1956)
- হিন্দু দত্তক ও রক্ষনাবেক্ষণ আইন (1956)

যে কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা প্রতিটি নারী হলো দলিত। আবার দলিত ও নারী এই উভয় প্রকার সমস্যা একত্রে যুক্ত হয়ে দলিত নারীর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। এ প্রসঙ্গে শর্মিলা রেগের বক্তব্য আমাদের মনোযোগ দাবী করে । টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স আয়োজিত ষষ্ঠ আম্বেদকর স্মৃতি বক্তৃতায়তিনি বলেন :
নারীবাদী আলাপ আলোচনায় আজ আম্বেদকরের দিকে মুখ ফেরানো খুবই জরুরি। নারীবাদের দ্বারা সচল হবে এমন জাতপাতের বিভেদহীন, কেবল নারীরূপ একটি শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব নেই। এখন কেবল আলাদা ভাবে লিঙ্গের আলোচনা নয়। শ্রেণী, জাত ও অন্যান্য বিষয়গুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করেই এই আলোচনা চালানোর দাবী উঠছে। সুতরাং ড.আম্বেদকরের রচনা গুলিকে নারীবাদের ধ্রুপদী পাঠ হিসাবে নতুন করে দাবি করার সময় এসেছে।